14 FEB

ফাঁস রোধে পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র স্থানীয়ভাবে ছাপানো হবে

মোশতাক আহমেদ ●

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বিভিন্ন সময়ে করা সুপারিশ বাস্তবায়নে নেওয়া হয়নি কার্যকর উদ্যোগ। প্রশ্নপত্র ফাঁসও বন্ধ হয়নি। চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগের পর এখন পৌনে তিন বছর আগে করা সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সেই সুপারিশ অনুযায়ী 'ডিজিটাল' ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে পরীক্ষার দিন সকালে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ওই এলাকাতেই প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রিন্টার বসিয়ে কিংবা ওই এলাকার সুরক্ষিত কোনো স্থানে প্রশ্নপত্র ছাপা হবে। চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষা থেকেই নতুন এ ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনা করেছে মন্ত্রণালয়। শিগগিরই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালা করে বিষয়টি চূড়ান্ত করে জানানো হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন গতকাল সোমবার *প্রথম আলো*কে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে নতুন উদ্যোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তবে এখনই এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে তিনি অপারগতা জানান।

বর্তমানে বেশ কয়েক দিন আগে বিজি প্রেসে দুই সেট প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে কয়েক দিন আগে জেলায় পাঠানো হয়। সেখান থেকে পরীক্ষার তিন দিন আগে প্রশ্নপত্র উপজেলায় নিয়ে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রসচিব ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্রের যে সেটে পরীক্ষা হবে, তার সিলগালা করা প্যাকেট পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যান। পরীক্ষা শুরুর আধা ঘণ্টা আগে ওই প্যাকেট খোলার নিয়ম। তবে অভিযোগ রয়েছে, কোনো কোনো কেন্দ্রে এর আগেই প্যাকেট খোলা হয় এবং মুঠোফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাইরে পাঠিয়ে ফাঁস করা হয়। পরীক্ষার এক-দুই দিন আগেও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ছে।

কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার (প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি) প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বা ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। চলতি এসএসসি পরীক্ষার গণিতসহ একাধিক বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সমালোচনা চলছে।

পৌনে তিন বছর পর সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষা থেকেই পরীক্ষার দিনে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ব্যবস্থা কার্যকরের পরিকল্পনা। শিগগিরই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালা করে বিষয়টি চূড়ান্ত করে জানানো হবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ও গণিত (তত্ত্বীয়) দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁস হয়েছিল। তখন ওই ঘটনা তদন্তে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের (তখন অতিরিক্ত সচিব) নেতৃত্বে গঠিত আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বেশ কিছু সুপারিশ করেছিল। কমিটির একটি সুপারিশে ছিল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রশ্ন নির্বাচনের কাজটি একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে হবে। ওই সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে তা 'প্রশ্ন ভান্ডারে' রাখা হবে। সেখান থেকে প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি হবে। একাধিক প্রশ্ন সেট অনলাইনে পরীক্ষার দিন সকালে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে। এরপর স্থানীয়ভাবে প্রিন্টারে ছাপিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আরেকটি সুপারিশে বলা হয়েছিল, উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রশ্নের সেট করার পর একাধিক সেট সুরক্ষিত যন্ত্রের (ভিভাইস) মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কয়েক দিন আগেই পাঠানো হবে। যন্ত্রটিতে এমনভাবে সময় নির্ধারণ করা থাকবে, যাতে পরীক্ষার দিন সকালের আগে তা খোলা না যায়। পরীক্ষার আগে আগে প্রশ্নপত্র নির্ধারিত প্রিন্টারে ছাপিয়ে বিতরণ করা হবে। এই দুই সুপারিশের আলোকেই নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এই পদ্ধতি কতটা বাস্তবসম্মত, জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. কায়কোবাদ *প্রথম আলো*কে বলেন, এই পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন। এ নিয়ে পত্রিকায় কলামও লিখেছেন। দেরিতে হলেও মন্ত্রণালয় যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটা খুবই ইতিবাচক। কারণ, বর্তমান ব্যবস্থায় বহুজনের হাত ঘুরে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে যায়। ফলে কোথাও না কোথাও থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ থাকে। এমনকি এখন গুগল গ্লাস পাওয়া যায়, যা দিয়ে একবার দেখলেই কপি হয়ে যায়।

ফাঁসের কারণে সেট পরিবর্তন

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। গত রোববার অনুষ্ঠিত গণিত (আবশ্যিক) বিষয়ের যে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে সকালে বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে মূল প্রশ্নের মিল পাওয়া যায়। এ নিয়ে *প্রথম আলো*সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, দু-একটি পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্রের যে সেট ফাঁস হয়েছিল, তার সঙ্গে মিল থাকায় পরে সেট পরিবর্তন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বড় উৎস ছিল বিজি প্রেস, সেখানে শোধরানো গেছে। কিন্তু এখন কোনো কোনো কেন্দ্র থেকে কোনো কোনো শিক্ষক প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর আগে বাইরে পাঠাচ্ছেন বলে খবর পাচ্ছেন। এটা তদন্ত করা হচ্ছে, যদি কাউকে ধরা যায়, তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এসএসসির গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে, তা তদন্ত করা হবে। যদি দেখা যায় সত্যিই ফাঁস হয়েছে, তাহলে ওই পরীক্ষা বাতিল করা হবে।